সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ
وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২

এ উম্মতের উপরে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র যে উপকার তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও শেষ করা যায় না। যদি তিনি সে সময়ে সমস্ত সাহাবীদের একত্রিত করে এ আয়াত না শুনাতেন যে, সমস্ত নবীগণ মারা গেছেন, তাহলে এ উম্মত নষ্ট হয়ে যেত।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বর্ণনা চলছিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্তিম হজ্জের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের দিনে; যখন জিলক্বাদ মাসের ছয় দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, রওয়ানা হয়ে যান। সে পরিস্থিতিতে হযরত আবুবকর (রাঃ) নিবেদন পূর্বক বলেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার নিকটে একটি উঁট রয়েছে; যার ওপরে যাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী উঠিয়ে নিচ্ছি; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন-ঠিক আছে তাই করো। পথিমধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পরিচায়কের নিকট হতে উঁটটি কোথায় যেন হারিয়ে যায়, তিনি (রাঃ) সেই সেবককে প্রহার করতে উদ্যত হলে; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মুচকি হেসে বললেন; এ মহরম (হযরত আবুবকর (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, কারন তিনি এহরাম বেঁধেছিলেন) দেখ কি করতে চলেছে। সাহাবীগণ যখন হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সামগ্রী হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন; তখন তাঁরা আটা, ঘি ও খেজুর দ্বারা প্রস্তুতকৃত উত্তম হালুয়া 'হোস' রসুলে করীম (সাঃ)এর জন্য নিয়ে আসেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)কে সেবকের ওপর ক্রোধিত হতে নিষেধ করেন; তথা বলেন, হে আবুবকর! বিনম্রতা ধারণ কর। পরে হযরত সাফওয়ান বিন মুঅত্তল (রাঃ), যিনি কাফেলার পেছনে পেছনে আসতেন, তিনি যখন এসে পৌঁছান তখন তাঁর সঙ্গে সেই উঁট ছিল।

অন্তিম হজ্জে যাত্রার সময়েই জুলহুলাইফা নামক স্থানে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সহধর্মিনী আসমা বিনতে অমীস (রাঃ)'র গর্ভ হতে মুহাম্মদ বিন আবুবকরের জন্ম হয়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, আসমা স্নান করে হজ্জের এহরাম (বস্ত্র) বাঁধ এবং বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ ছাড়াও অন্যান্য হাজীদের ন্যায় যাবতীয় কর্ম সম্পাদন কর।

তিনি (সাঃ) আরফানের ঘাঁটী হতে বের হওয়ার সময় হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে হযরত হুদ (আঃ) তথা হযরত সালেহ (আঃ)এর বিবরণ বর্ণনা করতে করতে বললেন যে, এখানে সেই দুজনে তালবিয়া (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক) বলতে বলতে বাইতুল আতীক হতে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হুজ্জাতুল বিদা (অন্তিম হজ্জ)এর সময়ে যাঁদের নিকট কুরবাণীর পশু ছিল, তাঁদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)ও ছিলেন।

নবীকরীম (সাঃ) অন্তিম-শয্যায় বলেছিলেন; আবুবকর (রাঃ)কে বলো যে, তিনি যেন লোকেদের নামায পড়ান। হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা মনে করে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন রসুলুল্লাহ্ (রাঃ)এর স্থানে দাঁড়াবেন; তখন নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারবেন না; হযরত হাফশা (রাঃ)কে বলেন যে, হযরত উমর (রাঃ)কে যেন নামাযের ইমামতি করানো হয়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করেন এবং বলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) কেই যেন ইমামতি করান

হয়। এসব দিনগুলোতেই হযরত রসুলে করীম (সাঃ) নিজ অসুস্থতায় কিছুটা আরাম অনুভব করলে মসজিদে আসেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন; তিনি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে দেখে পেছনে সরে যান; কিন্তু হুযুর (সাঃ) ইশারায় মানা করেন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পাশে এসে বসেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নামাযের সহিত নামায পড়তেন তথা লোকেরা হযরত আবুবকর (রাঃ)এর নামাযের সহিত নামায পড়তেন।

সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা রয়েছে, যেদিন হুযুর (সাঃ)এর ইন্তেকাল হয়; সেদিন তিনি (সাঃ) নিজ হুজরার (বাসস্থানের) পর্দা সরিয়ে নামাযীদের দেখে মুচকি হাঁসেন; এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) মনে করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযের জন্য বাইরে আসছেন, তাই তিনি (রাঃ) সরে দাঁড়ান; কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ইশারায় মানা করেন এবং পর্দার আড়াল করে দেন।

যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ইন্তেকাল হয়; তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) গ্রামীণ এলাকায় 'সখ' নামক স্থানে ছিলেন। সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে হযরত উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে শুরু করেন; আল্লার কসম, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যু হয় নি। ইতিমধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) সেখানে এসে যান; তিনি (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর চেহারার কাপড় সরিয়ে চুমু দেন এবং বলেন, আমার পিতামাতা আপনার ওপরে কুরবান হোক! আপনি (সাঃ) জীবিত অবস্থায় তথা মৃত্যুর পরেও পবিত্র এবং নির্মল। তাঁর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ; আল্লাহ্ আপনাকে কখনও দ্বিতীয়বার মৃত্যুর স্বাদ দেবেন না। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) বাইরে বেরিয়ে আসেন ও হযরত উমর (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলেন; হে কসম খাওয়ার ব্যক্তি! দাঁড়াও, তারপরে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে বলেন, দেখ! যারা মুহাম্মদ (সাঃ) কে পূজা করতে তারা শুনে নাও, মুহাম্মদ (সাঃ) নিঃসন্দেহে মারা গেছেন। আর যারা আল্লার পূজা করতে তারা স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ জীবিত; রয়েছেন এবং কখনও তিনি মারা যাবেন না। তারপরে তিনি (রাঃ) এ আয়াত পড়েন ঃ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ অর্থাৎ তুমিও মারা যাবে, আর সেও মারা যাবে। এরপরে এ আয়াতও পড়েন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

অর্থাৎ ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) কেবলমাত্র একজন রসুল। তাঁর পূর্বেকার সমস্ত রসুল মারা গেছেন। অতএব যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তাহলে কি তোমরা পূরাতন গোত্রে ফিরে যাবে?

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) উপরোক্ত আয়ত পড়েন; তখন সাহাবীদের সামনে বাস্তবিক পরিস্থিতি প্রকট হয় তথা তাঁরা এত বেশী কাঁদতে শুরু করেন যে, তাঁদের হিঁচকি আসতে থাকে। হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং বলেন যে, আমার এমন মনে হয় যেন এই দুটি আয়াত আজকেই অবতীর্ণ হল। এবং আমার হাঁটু থেকে মাথা উঠানোর শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। আমার পদদ্বয়ে কম্পন শুরু হয়ে যায়; আমি অত্যধিক ব্যথাতুর অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাই।

এপরিস্থিতিতে মুসলমানদের যা ছিল সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত, সে ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, এছিল সাহবীদের একমাত্র ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত; কেননা সেসময় সেখানে সমস্ত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন; অতঃপর বাস্তবে এরূপ সময় আর কখনও মুসলমানদের নিকট আসেনি কেননা মুসলমানেরা আর কখনও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের জন্য এরূপ সমবেত হননি। এই ইজতেমায় যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) এ আয়াত পাঠ করেন তো সব সাহাবীরা এ কথায় সহমত ব্যক্ত করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এ ঘটনার বর্ণনায় বলেন; হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)'র এ উম্মতের জন্য এটা ছিল এত বড় উপকার, যার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সম্ভব নয়। যদি তিনি সমস্ত সাহাবীদের মসজিদে নববীতে একত্রিত করে এ আয়াত পড়ে না শুনাতেন যে সমস্ত নবীগণ মারা গেছেন; তাহলে এ উম্মত নষ্ট হয়ে

যেত। কেননা ঐরূপ পরিস্থিতিতে সে যুগের ছিদ্রান্বেষী জ্ঞানীরা একথাই বলত যে সাহাবীদেরও এরূপ মতামত ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত রয়েছেন। কিন্তু এখন যখন সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এ পবিত্র আয়াত সকলের সামনে পেশ করে দেন তখন এ কথার ওপরে সকলেই এ কথায় সহমত পোষন করেন; আগের সমস্ত নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র খেলাফতের বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়, যখন সমস্ত সাহাবাদের সামনে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যুর বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন আনসারগণ সকীফা বনু সায়েদায় একত্রিত হন এবং আনসারদের মধ্যে হযরত সাআদ বিন আবাদা (রাঃ) কে খলিফা মেনে নেওয়ার বিষয়ে তাঁরা একমত পোষণ করেন। এখন প্রশ্ন এসে যায়, যদি এ সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে মুহাজীরগণ তাঁর বয়আত না করেন তবে কি হবে? অতঃপর এ সিদ্ধান্তও হয় যে একজন আনসারদের মধ্য হতে আর একজন মুহাজীরদের মধ্য হতে খলিফা নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পরন্তু সাআদ বিন আবাদা (রাঃ) এটাকে বনু আস এর দুর্বলতা বলে প্রকাশ করেন।

যখন আনসারগণ সকীফা বনু সায়েদায় একত্রিত হয়েছিলেন; সেসময়ে হযরত উমর (রাঃ), হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) তথা অন্যান্য উচ্চস্তরীয় সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে আঁহযরত (সাঃ)এর মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করছিলেন; অন্যদিকে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) তথা অন্যান্য আহলে বায়েতগণ রসুলে করীম (সাঃ)এর গোসল এবং দাফন-কাফনের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিলেন।

যখন মুহাজীর সাহাবীদের নিকটে আনসারদের ইজতেমা ও আলোচনার বিষয়ে সংবাদ আসে; তৎক্ষণাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) তথা হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) সকীফা বনু সায়েদায় পৌঁছান, সেখানে তখনও আলোচনা চলছিল। সেই পরিস্থিতিতে হযরত আবুবকর (রাঃ) অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ, সহজবোধ্য, শান্তপ্রিয় ও মনোমুগ্ধকর ভাবে তাদেরকে সম্বোধন পূর্বক আরবদের মধ্যে সর্বপ্রথম অব্যবস্থাকর ও তার্কিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মহানতার বিষয়টি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেন। অতঃপর আনসারগণ কিভাবে ইসলাম গ্রহণপূর্বক রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সহায়ক হয়েছিলেন সে ঘটনা আবেগপূর্নভাবে বর্ণনা করেন। অতঃপর আনসারদিগকে সম্বোধন করে বলেন, মুহাজেরীনগণ সর্বপ্রথমে রয়েছে; তার পরে আমাদের নিকটে তোমাদের মধ্যে থেকে আর কেউ নয়। আমীর অর্থাৎ খলিফা আমাদের মধ্যে থেকেই হবে এবং তোমাদের হবে সাহায্যকারী। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের সহিত পরামর্শ করা হবে; আর তোমরা ব্যতীত মহত্মপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। তিনি (রাঃ) আরো বলেন, তোমরা জান যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা এক লাইন ধরে চল; আর আনসাররা দ্বিতীয় লাইনে, তাহলে আমি আনসারদের লাইনে থাকব। অতঃপর তিনি (রাঃ) হযরত সাআদ (রাঃ)কে সম্বোধন করে বলেন, হে সাআদ! তোমার মনে আছে, তুমি বসেছিলে; যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন যে খেলাফতের অধিকারী কোরাঈশরা হবে। হযরত সাআদ (রাঃ) উত্তরে আনসারদের লক্ষ্য করে বলেন-হ্যাঁ আপনি ঠিক বলছেন। আমরা উজীর এবং আপনারা সাহায্যকারী হবেন।

এ বর্ণনা আগামীতেও চলবে বলে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বর্তমান বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন বিশ্বের অবস্থা এখন এতটাই ভয়াবহ হয়ে গেছে যে, যদি অবস্থা এরূপভাবে এগোতে থাকে তবে এতে শুধুমাত্র একটি দেশ নয় অনেক দেশ এ সংকটে জড়িয়ে পড়বে; আর তখন এর ভয়ানক পরিনাম আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ করুন যে এরা যেন নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে তথা নিজেদের জাগতিক তুষ্টির স্বার্থে মানব জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে। অতএব আমরা শুধু দোয়াই করতে পারি। আর দোয়াও করি, আমরা শুধুমাত্র

উপদেশ দিতে পারি তথা দীর্ঘসময় যাবৎ আমরা এমনটি করেও আসছি। এখনকার মত পরিস্থিতিতে আহমদীদের বিশেষভাবে দোয়া করা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তাআলা কল্পনারও বাইরে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের বিনাশ থেকে মানব প্রজন্মকে রক্ষা করুন। আমিন।

খুৎবার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মওলানা খুশী আহম্মদ শাকির সাহেব, মুবাল্লীগ সিয়েরা লিওন এবং গিনিকরী'র উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করে গায়েবানা নামাযের ঘোষণা করেন। মরহুম উনসত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন। মরহুম অতীব সরল স্বভাববিশিষ্ট, পূণ্যবান, দোয়াকারী, ইবাদতগুজার, নিষ্ঠাবান, নিঃস্বার্থ, গরীবদের পৃষ্ঠপোষক, দানশীল তথা খেলাফতের প্রতি অত্যধিক স্নেহকারী, স্বতঃস্ফুর্ত দায়ীইলাল্লাহ্‌ ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুমের বিদেহী আত্মার ক্ষমা ও উচ্চ-মার্গের জন্য দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

25 FEBRUARY 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in